পরতত্ত্ব প্রকাশন
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জন্মস্থান গ্রন্থমালা—১৮

শ্রীপাট পানিহাটি পরিচয় ও দণ্ডমহোৎসব

পরতত্ত্ব প্রকাশন
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দজন্মস্থান ❋ নিতাইবাড়ি ❋ একচক্রা-গর্ভবাস
বীরচন্দ্রপুর-৭৩১ ২৪৫ ❋ বীরভূম ❋ পশ্চিমবঙ্গ ❋ ভারতবর্ষ

প্রথম প্রকাশ— শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী। ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ।
দ্বিতীয় সংস্করণ— শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী। ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ।
তৃতীয় সংস্করণ— জ্যৈষ্ঠী শুক্লা ত্রয়োদশী। (দণ্ডমহোৎসব তিথি)। ১৪০২ বঙ্গাব্দ।
চতুর্থ সংস্করণ— জ্যৈষ্ঠী শুক্লা ত্রয়োদশী। (দণ্ডমহোৎসব তিথি)। ১৪১৬ বঙ্গাব্দ।

সর্ব্বসত্ত্ব সংরক্ষিত ঃ লিখিত অনুমতি ব্যতীত এই বই থেকে কেউ কোনও অংশ কোথাও ছাপাতে পারবেন না।

-ঃ প্রকাশক ঃ-

পরতত্ত্ব প্রকাশন

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জন্মস্থান। নিতাইবাড়ি। একচক্রা-গর্ভবাস।
বীরচন্দ্রপুর। বীরভূম-৭৩১ ২৪৫। পশ্চিমবঙ্গ। ভারতবর্ষ।
ফোন ঃ- ০৩৪৬১-২২০ ২২৪ / ২২০ ৩৫০

ঃ প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত ঃ

প্রাপ্তিস্থান ঃ

(ক) শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জন্মস্থান। নিতাইবাড়ি। বীরচন্দ্রপুর। বীরভূম-৭৩১ ২৪৫।
(খ) শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জন্মস্থান সংরক্ষণী সমিতি । ৭৯বি, শোভাবাজার স্ট্রীট, কলকাতা - ৫
(গ) শহর-কার্যালয়। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জন্মস্থান সেবামণ্ডল। সাহাপাড়া। পোঃ-রহড়া। কলকাতা-৭০০ ১১৮। দূরভাষ ঃ ০৩৩-২৫২৩ ৬৩৩২, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২৫২৩ ৬৪০৪
(ঘ) শ্রীমৎ মহেশ পণ্ডিতজীর শ্রীপাট। শ্রীশ্রীনিতাইগৌর মন্দির। পালপাড়া। ডাকঘর-চাকদহ। নদীয়া-৭৪১ ২২২।

মুদ্রণ— তপন কুণ্ডু। দমদম। কলকাতা - ৭০০ ০৩০

অক্ষর বিন্যাস— পরতত্ত্ব প্রকাশন।

শরণাগতের নিবেদন

পানিহাটিতে অনুষ্ঠিত দণ্ডমহোৎসবের প্রাণপুরুষ, ঘরের ঠাকুর নিতাইচাঁদের করুণায় এ গ্রন্থটি লোকলোচনে পুনঃপ্রকাশিত হ'লেন। নিত্যানন্দময় শ্রীগুরুদেব আর শ্রীগুরুরূপী নিত্যানন্দ, দুয়ের অভয়চরণে প্রণাম করছি নতমাথে—এই সুমঙ্গলকালে।

প্রকাশনক্ষণে বারবারই মনে পড়ছে হাবলা দাদার কথা। ইদানীং তিনি লোকান্তরিত হ'য়েছেন । তিনি এ রকম একটি ছোটখাট গ্রন্থের জন্য বারবারই প্রেরণা দিয়েছেন। গ্রন্থটি হ'লেনও। কিন্তু হাবলা দাদার (হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) চলে যাবার পর ! এ দুঃখ রাখার স্থান নেই ! ! লেখনী হাতে বারবারই মনে পড়ছে তাঁর অনাবিল ভালবাসার কথা। আমায় দেখলেই ইদানীং উপচেপড়া হাসি নিয়ে বলতেন—"সেই হাফ প্যাণ্ট পরা জ্যোতি !" আমার দিক থেকে তাঁকে জানাবার কিছু নাই। সবই মিলে গেছে তাঁদের অহেতুক অনুগ্রহে। কেবল প্রার্থনা, যেন তাঁদের চরণে রতিমতি থাকে—**"করমবিপাকে গতাগতি পুনঃপুনঃ মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে।"**

লেখনী হাতে বারবার মনে পড়ছে পানিহাটির ব্রজেন গোঁসাইকেও। প্রভুপাদ ব্রজেন্দ্রমোহন গোস্বামী—ভাগবতরত্ন। তাঁর অপার্থিব স্নেহের কথা একমুখে বলবার নয়। তিনি ছিলেন আমার রথযাত্রা-পথের অভিভাবক। মনে পড়ছে মুকুন্দদাদার কথা। নাম ছিল—মানিকলাল মোদক। তখন উত্তরমুখো মন্দির ছিল। মুকুন্দদাদা ছিলেন সেবাধিকারী। শেষের দিকে তাঁর মেজাজ খুব খিট্‌খিটে হয়ে গেছিল। অতি অল্পেই চটে উঠতেন। তাহলেও স্নেহ করতেন আমায়। দেখা হ'লেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন আমার যাবতীয় সংবাদ। বাবাজী মহাশয়ের করুণাধন্য এই ভাগ্যবান পানিহাটিবাসীকে স্মরণ করছি, প্রণাম করছি।

কৈয়ড়ের গঙ্গাপিসিমা, অমূল্যকাকার বড় মেয়ে বীণাদিদি, হাবলাদাদার মা নিস্তারিণী ঠাক্‌রুন, ঘোষপাড়া যাবার পথে তারা-আলয়ের বৃদ্ধা মা আর ব্রজেন গোঁসায়ের দ্বিতীয় পক্ষের শাশুড়ী— সবাই-ই যেন রাঘব পণ্ডিতের সহোদরা দেবী দময়ন্তীর স্নেহকণা নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদেরও প্রণাম।

দীনেশ কাকার কৃপায় জেনেছি, নবদ্বীপ জ্যেঠামশাই খুবই ভালবাসতেন পানিহাটিকে। অমূল্য কাকার সাথে তাঁর প্রথম দেখা, পুরাতন রাঘব ভবনের মন্দিরের বারান্দায়, তাও দূর থেকে। তখন জ্যেঠামশাই বারান্দায় বসে আছেন, আর সামনের সরকারী রাস্তা দিয়ে অমূল্যকাকা যাচ্ছেন তাঁর কর্মস্থলে। পরে উভয়ের মাঝে প্রণয় ঘনীভূত হ'য়েছিল। পানিহাটিতে চুরি করতে এসে চোর ধরা পড়েছে। জ্যেঠামশাই নিজে দায়িত্ব নিয়ে তাকে ছাড়িয়েছেন। তার জীবনের মোড় ঘুরে গেছে, নবদ্বীপচন্দ্রের ভালবাসায়। কটকের ছেলেদের মত পানিহাটির ছেলেরাও খুব ভালবেসেছে, জ্যেঠামশাইকে। সবারই তিনি ছিলেন "দাদা"। পানিহাটির "মৌচাক" সংঘের পাশেই শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ হরিসভায় বিরাজিত তাঁর মর্মরস্মারক দূর অতীতের সেই ভালবাসায় ভরা দিনগুলির সুবাস আজও, ছড়িয়ে দিতে চাইছে, আমাদের মনের মণিকোঠায়। পানিহাটির কথা লিখতে গিয়ে বারবার প্রণাম তাঁকে। তাঁর প্রীতে বলি—জয় শ্রীরাধারমণ।

যদিও এ নয়নে দেখিনি তবুও, **পানিহাটির কথায় সহজভাবেই এসে যায়, শ্রীরাধারমণৈকজীবন শ্রীমৎ অমূল্যধন রায়ভট্ট মহোদয়ের নির্বিকল্প নামটি। তাঁর লেখা "দ্বাদশ গোপাল", "বৃহৎ বৈষ্ণবচরিতঅভিধান", প্রভৃতি গ্রন্থগুলি আলোড়ন এনেছিল তৎকালীন—গৌড়ীয় বৈষ্ণব গবেষক ও ঐতিহাসিক সমাজে। এই অক্লান্তকর্মা মানুষটি সবার অগোচরে, একান্ত নীরবে, অর্থ-সামর্থ বা**

কোনও প্রকার সহায়তাবর্জিত হয়েও বলবত্তর কালের বিধ্বংসী গ্রাস হতে বহু বহু অমূল্যনিধি সংগ্রহ করে আপন নামের যথার্থতা প্রতিপাদন করেছেন। এ বিষয়ে, তাঁর তুলনা তিনিই।

বড়বাবাজী মহাশয়ের (শ্রীরাধারমণদেব) সাথে তাঁর কখন-কোথায় দেখা হল জানিনা আমি, তবে সার্থক অনুমান করি, নবদ্বীপচন্দ্রদাসের সাথে অমূল্যধনের পরিচিতির পরিপাকেই, তিনি পরিচিত হয়েছিলেন রাধারমণদেবের সাথে—উড়িষ্যার শীতলকাকা আর জয়নগরের রাধানাথকাকার মতই। আর এই পরিচিতির বলেই উত্তরজীবনে তিনি চরমলক্ষ্যের পানে এগিয়েছেন বড়বাবারই একান্ত ভরসায়। তাঁর ব্যবহারিক আর পারমার্থিক, যাবতীয় খাতা-কাগজ আর সাধন-স্মরণের ওপরে প্রথমেই লেখা— "শ্রীশ্রীরাধারমণ" বা "শ্রীশ্রীরাধারমণ ভরসা"। **তাঁর জীবনের দিশারী শ্রীরাধারমণদেব তাঁকে সামনাসামনি বলেছিলেন—"কোনও ভয় নেই, ভাবনা নেই। হৃদয় সংকীর্ণ কোরো না। ব্যক্তিগত লক্ষ্য কোরো না। নিতাইচাঁদ কোনো অভাব রাখবেন না।" আর নবদ্বীপচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন—"দীন হও। আবার দেখা হবে।" এই কথাগুলি মিলিয়ে মিশিয়ে এক করেই, অমূল্যধন আপন বুক বেঁধেছিলেন অপার সহিষ্ণুতা ও সেবাবোধে। একমাত্র পুত্রের অকালমরণেও হার মানেননি তিনি, পুত্রশোককে প্রবেশাধিকার দেননি অন্তরের অন্দরমহলে। সেই অমূল্যধন! সার্থকনামা একটি তন্ময় মানুষ। বারবার প্রণাম তাঁকে।**

এ প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদ-ভগীরথপুরের অরুণদাদার কথা সতত স্মরণীয়। তিনি ছিলেন পানিহাটির শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরের অকৃত্তিম বান্ধব। সার্থকনামা অমূল্যধন রায় ভট্টের যাবতীয় প্রাচীন বস্তু সংগ্রহ বিষয়ে ডান হাত—একান্তজন। কত যে সময় আর শ্রম তিনি ব্যয় করেছেন এই গ্রন্থমন্দিরের পরিপুষ্টির জন্য, তা কাউকে বলে বোঝানো যাবে না! আজ তিনি কালগর্ভগত, বিস্মৃত, ষোলআনা উপেক্ষিত। তাঁর নামটুকুও কেউ জানে না। জানতে গেলে যে—পুরোনো ইতিহাসের প্রতি বুকভরা আন্তরিকতা আর গঠনমূলক চিন্তাধারার প্রয়োজন তার তো আঠারো আনারই অভাব! কেবল, বরাহনগর শ্রীপাঠবাড়িতে বিরাজিত বর্ত্তমান শ্রীগৌরাঙ্গগ্রন্থ মন্দিরের কোনও কোনও পুরাতন চিত্র বা স্মারকের— কোনও কোনওটির নিচে বিরাজিত তাঁর, বিবর্ণ আর ধূসর—অনেক আগে লেখা হস্তাক্ষর দেখে, জানাশোনা মানুষদের মনে পড়বে তাঁকে—ক্ষণিক।

১৩৮৭ বঙ্গাব্দের দণ্ডমহোৎসবে, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জন্মস্থান সেবামণ্ডল হ'তে প্রকাশিত গ্রন্থসম্ভার নিয়ে বসেছিল ছেলেরা। সেই গ্রন্থ-বিপণিতে (BOOK STALL) অনেকেই খোঁজ করেছিলেন, দণ্ডমহোৎসব-বিষয়ক কোনও গ্রন্থের। সেই অভাবপূরণ করেছে এই দীন প্রকাশন।

পরপর তিনটি সংস্করণ হয়ে গেছে এই গ্রন্থের। পাঠকমহলের অকুণ্ঠ প্রশংসাও মিলে গেছে। এবার চতুর্থ সংস্করণ হোলো এই বইটির। প্রতিবারই প্রয়োজনীয় কিছু কিছু বিবরণাদি সংযোজিত হয়েছে, বইটিতে। অভিভাবকশ্রেণীর কেউ কেউ উপদেশে, সঠিক পথের দরজাটি, মেলে ধরেছেন, সামনে। লেখাও হয়েছে তাঁদের উপদেশ-অনুমত। তবুও বক্তব্য—সহৃদয় পাঠকগণ এ বইটি পড়ে যদি কোনও দোষ-ত্রুটি দেখতে পান, যদি কোনও অসামঞ্জস্য চোখে পড়ে যায়, তা হলে তা দয়া করে পত্রে জানালে, পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেওয়া যেতে পারবে। যদি কোনও সংযোজনের প্রয়োজন বোধ হয়, জানালে তা সংযোজিত হবে পরবর্ত্তী সংস্করণে। জয় নিতাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত জয়ন্তী।
৩০ বৈশাখ। ১৪১৬ বঙ্গাব্দ।

শরণাগত—শ্রীজীবশরণ দাস